আমীরে আহলে সুন্নাত এর রবিউল আউয়াল ১৪৪৫
হিজরিতে মাদানী মুযাকারা শুরুর আগে দেয়া বয়ানের লিখিত পুস্তিকা

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬৯
WEEKLY BOOKLET: 369

কুরআনের ভাষায় শেষ নবীর মর্যাদা

সাহাবায়ে কেরাম ও মাহফিলে মিলাদ ১০
নবী করীম এর আগমন একটি বিশেষ বরকত ১৩
মিলাদ শরীফ বর্ণনা করা আল্লাহ পাকের সুন্নাত ৩২
আবু লাহাবও কি রাসূলুল্লাহর আশিক? ৪৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

প্রথমে এটা পড়ুন

আল্লাহ পাকের প্রিয় কালাম কুরআনুল করীম মূলত আল্লাহ পাকের প্রিয় সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ নাত (প্রশংসা) কুরআনুল করীমের বিভিন্ন জায়গায় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা, মহত্ব, গুণাবলী ও মুজিযার বর্ণনা রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ের উপর অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। আশিকানে রাসুলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনাতে ১৪৪৫ হিজরী রবিউল আউয়াল শরীফে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার মধ্যে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বয়ান করতেন, যেটার বিষয় ছিলো "কুরআনের ভাষায় শেষ নবীর মর্যাদা"। অর্থাৎ কুরআনের আয়াত থেকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলত ও গুণাবলী বয়ান করা হতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) বিভাগ "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন"এর ইসলামী ভাইদের সাহায্যে আমীরে আহলে সুন্নাতের ঐ সকল বয়ান সমগ্র "কুরআনের ভাষায় শেষ নবীর মর্যাদা" নামক পুস্তিকা আকারে সর্ব সাধারণের নিকট নিয়ে আসা হচ্ছে। এটা নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করার জন্য অন্যদেরকেও দিন। মুবাল্লীগদেরে জন্য এটা এক পরিপূর্ণ বয়ান। আল্লাহ পাক এটাকে তাঁর দরবারে কবুল করুন এবং এটাকে আমাদের জন্য বিনা হিসাবে মুক্তির মাধ্যম বানিয়ে দিক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

একজন পাঞ্জাবি কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন:

দাসা কি মাই মোস্তফা দি কিড়ি ছো হানি শান আই
আপ দি তারিফ ভিছ সারাহি কুরআন আই
পড়কে তু দেখ জিড়া মারজি সিফারা
কসম খোদা দি মাইসুনো সব নালো পিয়ারা

وَالسَّلَام مَعَ الْاِكْرَام

মদীনার বেদনা ও বাকীঈ এবং বিনা হিসাবে মাগফিরাতের প্রত্যাশি

আবু মুহাম্মদ তাহের আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কুরআনের ভাষায় শেষ নবীর মর্যাদা

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা "কুরআনের ভাষায় শেষ নবীর মর্যাদা" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে তার পিতা মাতাসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশি হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ রুকনুদ্দীন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কেউ রবিউল আউয়াল শরীফের মোবারক মাসে এই দরূদ শরীফ' اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه সোয়া লক্ষ বার পড়ে তবে প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হবে। **(রুকনে দ্বীন, ১/১৬৪)**

এ আরব কে তাজেদার, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
এ রাসূলে জি ওয়াকার, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
জালওয়া কারদে আশকার, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
হো ফিদা আত্তারে যার, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৯-১৫১ পৃঃ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কুরআনুল করীম ও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে মিলাদ! আল্লাহ পাকের যতই শুকরিয়া আদায় করা হোক না কেনো তা কম, তিনি আমরা গোনাহগারদেরকে তাঁর প্রিয় শেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর এই দয়া কতই না বড় যে, আমরা এই নেয়ামত কোন প্রার্থনা ছাড়াই পেয়েছি। আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি। অতঃপর দয়ার উপর দয়া হলো তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা (নাত শরীফ) পড়া এবং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করা, জশনে বেলাদত পালন করা আমাদের সৌভাগ্যে এসেছে। আমরা প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেয়ামত পড়ি, শুনি এবং ফযীলত বর্ণনা করি। আল্লাহর শপথ! এটা সৌভাগ্যবানদের অংশ, সবার এই সৌভাগ্য হয় না, কোন এক কবি বলেছেন:

মেরে আকা কি মাদাহ সারায়ি - আহলে সুন্নাত কে হিসসে মে আয়ি
বিগড়ি আকা নে সব কি বানায়ি - হামভি কিসমত জাগায়ে হোয়ে হে।

আরেকজন কবিও বলেছেন:

খোদা আহলে সুন্নাত কো আবাদ রাখখে - মুহাম্মদ কা মিলাদ হোতা রহে গা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে বড় নেয়ামত

হে আশিকানে মিলাদে মোস্তাফা! আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নেয়ামত। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের উপর ইহসানে ইলাহী (আল্লাহর দয়া)। হুযুর

www.dawateislami.net

সম্পূর্ন নূর। তিনি আলো দানকারী সূর্য। আল্লাহ পাকের এমন মহান মর্যাদা সম্পন্ন রহমত ও নেয়ামতের আগমন হলে তবে আমরা এই অমূল্য নেয়ামতের উপর কেন আনন্দ উদযাপন করবো না। আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়েও বড় কোন আল্লাহ পাকের রহমত কি রয়েছে? আর আল্লাহ পাকের রহমতের উপর আনন্দ উদযাপন করার জন্য কুরআনুল করীম হুকুম দিচ্ছে। দেখুন! পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ পাক পারা ১১ সূরা ইউনুসের আয়াত নং ৫৮ তে ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

(পারা: ১১, সূরা: ইউনুস, আয়াত: ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন! আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তারই দয়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের ধন দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারকা প্রসঙ্গে বলেন: কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, আল্লাহ পাকের দয়া হলো হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর রহমত হলো কুরআনুল করীম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১১৩)

অনুবাদ: আর আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ পাকের দয়া হলো কুরআন আর রহমত হলো হুযুর, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

অনুবাদ: আর আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য।

www.dawateislami.net

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: জানা গেলো যে, কুরআনুল করীম নাযিলের মাসে অর্থাৎ রমযান মাসে আর প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের মাস অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসে আনন্দ উদযাপন করা, ইবাদত করা উত্তম, কারণ আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়ার ক্ষেত্রে খুশি উদযাপন করা উচিত আর হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত। এই খুশি আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শুকরিয়া অর্থাৎ খুশি উদযাপন করা দুনিয়ার সকল নেয়ামতের চেয়ে উওম কারণ এই খুশি ইবাদত, যেটার সাওয়াব অগনিত। **(নুরুল ইরফান, ৩৪২ পৃঃ)**

হার করম কি ওয়াজাহ ইয়ে ফজলে আজিম
সদকা হে সব নেয়ামাতি এস ফযল কা
ফযল আউর ফির ওয়ো ভি এইছা শানদার
যিছ পে ছব আফযল কা হে খাতেমা।

(জওকে নাত, ৩১৩ পৃঃ)

আল্লাহ পাকের দিবস

হে আশিকানে মিলাদ! আল্লাহ পাক পারা ১৩ সূরা ইব্রাহিমের ৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ

(পারা: ১৩, সূরা: ইব্রাহিম, আয়াত: ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তাদেরকে আল্লাহর দিবস সমূহ স্মরণ করিয়ে দাও।

সাহাবীয়ে রাসুল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হযরত উবাই বিন কাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুজাহিদ

www.dawateislami.net

ও হযরত কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে বিদ্যমান। اَیَّامِ اللّٰہ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দিবসের তাফসীর نِعَمُ اللّٰہِ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিয়ামত সমূহকে বুঝিয়েছেন। **(তাফসীরে খাযেন, ৩/৭৫)**

হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের রহমত

নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের নিয়ামত অসংখ্য। ঐ অসংখ্য নেয়ামত সমূহ থেকে একটি নেয়ামত হলো আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বা। অতঃপর হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিতাব সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে: مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَ سَلَّمَ نِعۡمَۃُ اللّٰہِ অর্থাৎ মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের নেয়ামত। **(বুখারী, ৩/১১, হাদীসঃ ৩৯৭৭)**

হে আশিকানে মিলাদ! আমরা কতইনা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নেয়ামত অর্থাৎ তাঁর প্রিয় শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়ার আচঁল আমাদেরকে দান করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। আশিকে রাসুলের অন্তর বলে যে, প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র নেয়ামতই নয় বরং আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহ পাকের শপথ! হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমন আমাদের উপর আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নেয়ামত, এই নেয়ামতের বিপরীতে কোন নেয়ামত নেই।

মিলাদ শরীফ উদযাপন করা কুরআনের হুকুম

হে মিলাদের আশিকগন! যখন প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের রহমত এবং সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আর নেয়ামত পাওয়ার পর খুশি উদযাপন করার হুকুম আমাদেরকে

www.dawateislami.net

কুরআনুল করীমের পারা ১১ সূরা ইউনুসের আয়াত নং ৫৮ তে দেওয়া হয়েছে, তবে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেই দিন দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন ঐ দিনটিতে আমরা খুশি উদযাপন কেনো করবো না! কোন আশিকে রাসূল এটা অস্বীকার করবে না, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি নেয়ামত নয়? নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়াতে আগমন করা কি নেয়ামত নয়? কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে,

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

(পারা ৩০, সূরা দোহা, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপন প্রতিপালকের নিয়ামতের খুব চর্চা করুন।

যখন আল্লাহ পাক তাঁর দেওয়া প্রতিটি নেয়ামতের শুকরিয়ার্তে ঐ নেয়ামতের খুব চর্চা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে এত বড় নেয়ামত যেটার চেয়ে বড় নেয়ামত কল্পনায় করা যায় না ঐ নেয়ামতের চর্চা কেনো আমরা করবো না? اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরাতো সারা বছরই ভালো আলোচনা করি, সারা বছর আমাদের এখানে মিলাদ হতে থাকে, আমাদের এখানে এমন কোন দরস বয়ান হয় না যেখানে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হয় না।

তুম ভি করকে উন কা চর্চা আপনে দিল চমকাউ
উঁছে মে উঁছা নবী কা ঝান্ডা ঘার ঘার মে লেহরাউ

এই বিষয়টি দুনিয়াবী উদাহরণে এভাবে বুঝে নিন যে, আমাদের ঘরে কোন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে আমরা খুশি উদযাপন করি, আমাদের মন খুশি হয়, লোকজনও মোবারক বাদ দিয়ে থাকে, এরপর প্রতিবছর জন্মদিন ***(Birthday)*** পালন করি কেউ কিছু বলে না এটা কেনো পালন

www.dawateislami.net

করছো। আর শয়তানও কুমন্ত্রনা দেয় না কিন্তু যখন আমরা আমাদের আকা এর জন্মের ***(Birth)*** খুশি উদযাপন করি, যেটাকে আমরা এক সুন্দর শব্দ "জশনে বেলাদত" এর সাথে স্মরণ করি, তখন এর উপর কিছু লোকের কানে এসে শয়তান বলে এটা কোথায় থেকে প্রমাণিত, কে পালন করেছে, কি হয়েছে কিভাবে হয়েছে? সুতরাং শয়তানী কুমন্ত্রনায় না আসা উচিত।মিলাদ শরীফের প্রমাণের উপর যে আয়াত সমূহ রয়েছে সেগুলো লিখে আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৯ খন্ড, ২৫০ পৃষ্টায় বলেন: আল্লাহ পাকের কোন দিন এই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের (অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্য মন্ডিত জন্মের) দিবসের চেয়ে বড়! নিঃসন্দেহে কুরআনুল করীম আমাদের হুকুম দিচ্ছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর শুভাগমন উপলক্ষ্যে খুশি উদযাপন করো।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৯/২৫০)

নিজের জন্মদিন নিজে উদযাপন করতেন

আপনি কি জানেন যে, প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক সোমবারে ***(Monday)*** নিজের জন্ম দিন উদযাপন করতেন। এভাবে যে, প্রত্যেক সোমবার রোযা রাখতেন, তাঁর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি প্রত্যেক সোমবার রোযা রাখেন, এর কারণ কি? হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে সকল কারণ ***(Reason)*** বর্ণনা করলেন তন্মোধ্য হতে একটি কারণ হলো فِيْهِ وُلِدْتُّ অর্থাৎ ঐ দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। **(মুসলিম, ৪৫৫ পৃঃ, হাদীস: ২৭৫০)** আশিকানে মিলাদেরও উচিত যে, ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ উপলক্ষ্যে জশনে বেলাদত উদযাপন করার পাশাপাশি

www.dawateislami.net

প্রত্যেক সোমবারে রোযা রেখেও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মদিন পালন করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের বড় অনুগ্রহ

আল্লাহ পাক ৪ পারা, সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

(সীরাতুল জিনান, ২/৮৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর মহান অনুগ্রহ হয়েছে মুসলমানদের উপর যে, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের উপর তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন।

হে আশিকানে মিলাদ! “মিন্নত” বড় নেয়ামতকে বলা হয়। (সীরাতুল জিনান, ২/৮৭) আল্লাহ পাকের এটা বড় দয়া যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার আঁচল দান করেছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন কিন্তু কোন নেয়ামতের উপর এটা ইরশাদ করেননি যে, আমি এই নেয়ামত দান করে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছি কিন্তু যখন হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সন্তানের দুনিয়াতে আগমনের সময় এলো তখন ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক মুসলমানদের উপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাঁর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সম্মানিত, অনেক বড় মর্যাদাবান রাসূল দান করেছেন।

www.dawateislami.net

বারেগাহে রিসালত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ সালাম আরয করে আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

রাব্বি আ'লা কি নেয়মত পে আ'লা দরূদ
হক তায়ালা কি মিন্নত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৯৮ পৃঃ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: এই কাব্যের সারাংশ হলো, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ পাকের বড় নেয়ামত অর্থাৎ হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সন্তান, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সর্বোচ্চ দরূদ ও সর্বোচ্চ রহমত নাযিল হোক কারণ তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের মিন্নত অর্থাৎ (বড় অনুগ্রহ) এবং তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপর লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও মাহফিলে মিলাদ:

কিছু লোকের পক্ষ থেকে এইভাবে কুমন্ত্রনা আসে যে, সাহাবায়ে কেরামও কি মিলাদ পালন করেছেন? এই কুমন্ত্রনাকে দূর করার জন্য একটি খুব সুন্দর হাদীসে পাক পড়ুন اِنْ شَآءَ الله আপনি পড়লে শয়তান মাথা ফাঠিয়ে, কান্না করে, চিৎকার করে পালিয়ে যাবে। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন : হুযুর পূরনূ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর একটি মাহফিলে তাশরীফ আনলেন, তখন তিনি ইরশাদ করেন: তোমাদেরকে কোন জিনিসে এখানে বসিয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আরয করলেন: আমরা এখানে এই কারণেই বসেছি যে, আমাদেরকে আল্লাহ পাক দ্বীন ইসলামের যে দৌলত দান করেছেন এবং

www.dawateislami.net

আপনাকে পাঠিয়ে আমাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন এর উপর সেটার আলোচনা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। তখন আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! তোমরা কি শুধুমাত্র এই কারণেই বসেছো? আরয করলেন, আল্লাহ পাকের শপথ আমরা শুধুমাত্র এই কারণেই বসেছি যে, ইসলামের দৌলত আর আপনার আগমনের নেয়ামত এবং আল্লাহ পাকের এই অনুগ্রহের উপর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করবো। তখন আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদের কাছ থেকে এই কারণে শপথ নিচ্ছি না যে, তোমাদের উপর আমার সন্দেহ রয়েছে বরং আমার কাছে জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام এসেছে আর আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, তোমাদের এই আমলের উপর আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদের সামনে তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন। **(নাসায়ী, ৮৬১ পৃ:, হাদীস: ৫৪৩৪)**

আল্লাহ পাকের রহমত ঐ সকল সাহাবীদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আপনারা শুনলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম কি করছিলেন? ইসলামের হেদায়ত এবং হুযুরের আগমনের নেয়ামতের উপর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছিলেন। আমরা যারা মিলাদ উদযাপন করি আমরাতো আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করি, তাঁর হাবিবের আলোচনা করি, কুরআনের আয়াত পড়ি, দরূদ শরীফ পড়ি, হাদীস শরীফ শুনায়, সুন্নাত বর্ণনা করি, আমরা যারা মিলাদের মাহফিল করি সেখানে তো এগুলোই হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَلٰى ذٰلِك

www.dawateislami.net

আল্লাহর পানাহ! যদি কোথাও মিলাদ শরীফে শরীয়ত বিরোধী কাজ হয়ে থাকে, ঢোল বাজানো হয় তবে তা আমরা কখনো সমর্থন করিনা বরং সেটার বিরোধীতা করি।

যব তলক ইয়ে চাঁদ তারে ঝিলমিলাতে জায়েঙ্গে
তব তলক জশনে বেলাদত হাম মানাতে জায়েঙ্গে
নূর ওয়ালা আয়া হে, নূর লে কর আয়া হে
সারে আলম মে ইয়ে দেখো কেইসা নূর ছায়া হে

اَلْحَمْدُ لِلّٰه নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে এবং রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখে আরো সতেজ হয়ে যায়। এই মোবারক মাসে রহমতের রিমঝিম বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে। অন্তরে গেঁথে নিন যে, দুনিয়া এদিক ওদিক হয়ে যাক, আমাদের অন্তর থেকে জশনে বেলাদত কখনো বের হবে না বরং আমাদের মুখে নাত জারি হতে থাকবে এবং আমরা আমাদের প্রজন্মকে একই কাজ করতে উৎসাহিত করতে থাকবো।

মানানা জশনে মিলাদুন্নবী হার গিজ না ছোড়েঙ্গে
জুলুছে পাক মে জানা কভি হার গিজ না ছোড়েঙ্গে
সারকার কি আমদ মারহাবা, মানঠার কি আমদ মারহাবা,
মুখতার কি আমদ মারহাবা, গমখার কি আমদ মারহাবা,
তাজেদার কি আমদ মারহাবা, শাহে আবরার কি আমদ মারহাবা
আকা কি আমদ মারহাবা, সারদার কি আমদ মারহাবা,
আকায়ে আত্তার কি আমদ মারহাবা
মারহাবা ইয়া মুস্তাফা, মারহাবা ইয়া মুস্তাফা, মারহাবা ইয়া মুস্তাফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন একটি বিশেষ বরকত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন এক বিশেষ বরকত। কুরআনে করীমের খেদমতে আরয করছি হে আল্লাহ পাকের সত্যিকার কালাম তুমিই আমাদের বলো যে, আমাদের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের বিশেষ বরকত কি? অতঃপর পারা ৯, সূরা আনফালের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

(পারা: ৯, সূরা: আনফাল, আয়াত: ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আল্লাহর কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহবুব! আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন।

আল্লাহ পাকের শপথ! এটা অনেক বড় বরকত, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহ্যিকভাবে দুনিয়াতে তাশরীফ আনার আগে পূর্ববর্তী সম্প্রদায় নাফরমানির কারণে সম্পূর্ণ জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। কাউকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাউকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারো উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করা হয়েছে। আফসোস! আজকে গোনাহের কথা যদি বলি তবে কুফর ও শিরিক ব্যতীত প্রায় সকল গোনাহ আমাদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এরপরও জমীন আমাদেরকে তার উপর চলাফেরা করতে দিচ্ছে, আসমান আমাদের উপর ফেঠে পড়ছেনা , পাথরও বর্ষণ হচ্ছে না, সবাই ডুবে ধ্বংস হচ্ছে না, এটাই হলো প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মাঝে বিদ্যমান হওয়ার দলিল যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মাঝে তাশরীফ আছেন এই কারণে সবাই ধ্বংস

www.dawateislami.net

হচ্ছে না। আল্লাহ পাকের রহমতের কতই না বড়ত্ব। এই আয়াতে মোবারকা প্রসঙ্গে হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমার কিছু উপকার রয়েছে:

প্রথম উপকার: اَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ এখানে বিদ্যমান আছেন, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার জন্য আল্লাহ পাকের রহমত। আল্লাহ পাকের আশ্রয়স্থল, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণে দুনিয়াতে সচরাচর আল্লাহর আযাব আসে না। আরো বলেন: দেখুন যে সকল গোনাহের কারণে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছিলো ঐ সব গোনাহ বরং তাদের চেয়েও অধিক গোনাহ আজ হচ্ছে কিন্তু আযাব আসছেনা কেনো? হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপস্থিতির কারণে তিনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন।

দ্বিতীয় উপকার: হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্দা করার পরও (অর্থাৎ ওফাত শরীফ) আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন, উপস্থিত আছেন। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফয়যান তাঁর ইন্তেকালের কারণে বন্ধ হয়নি, যদি হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মধ্যে থেকে এক সেকেন্ডর জন্যও না থাকেন তবে আল্লাহ পাকের আযাব চলে আসবে। আমরা শুধুমাত্র হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণে, তাঁর বরকতে আযাব থেকে বেঁচে রয়েছি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি আপনাকে প্রেরন করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য।

হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রহমাতুল্লিল আলামিন আর রহমত আমাদের নিকটে। দরূদ বর্ষণ হোক তাঁর উপর যার আপাদমস্তক নূর।

www.dawateislami.net

তৃতীয় উপকার: হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বা কাফিরদের জন্যও রহমত, তারাও হুযুরের কারণে নিরাপত্তায় রয়েছে, এরপর মুসলমানদের উপর রাসূলের রহমতের ব্যাপারে কি বা জিজ্ঞাসার রয়েছে। **(তাফসীরে নঈমী, ৯/৫৪২)**

হে আশিকানে মিলাদ! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহ্যিকভাবে দুনিয়াতে আগমনের পর বাস্তবিকই অমুসলিমদের উপরও সামগ্রিকভাবে আযাব আসেনি। পূর্বে সম্পূর্ণ জাতি ধ্বংস হয়ে যেতো, তাদের নাম ঠিকানা মুছে যেতো, যেটার দলিল কুরআন ও হাদীস এবং ইতিহাসে বিদ্যমান রয়েছে। ঐ লোকেরা এতটাই উন্নত ছিলো, এতটাই পাওয়ার ফুল ছিলো যে, পাথর বর্ষিত হওয়ার পর পাহাড়ে ঘর নির্মাণ করতো এবং এমন এমন ঘর নির্মাণ করেছিলো যা আজো প্রতিষ্টিত রয়েছে, ঐ সময় তো সাইন্সের নাম নিশানাও ছিলো না। অথচ সাইন্সের উন্নতির পর আজকাল যে সকল ঘর পাথরের নির্মিত হচ্ছে যেগুলোকে আমরা পাকা মনে করছি সেগুলো এতটা টেকশই নই। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়দের আল্লাহ পাক এতটাই বিচক্ষণতা দিয়েছিলেন কিন্তু তারা অবাধ্যতা করলো, কুফরী করলো এবং তাদের নবীর কথা মান্য করেনি যার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। আজকের অমুসলিমরাও চিন্তা করছে যে, চৌদ্দ পনেরশত বছর থেকে এমন কোন আযাব আসেনি যে, ভূপৃষ্ট থেকে অমুসলিমরা চিরতরে নিশ্চিন্ন হয়ে যায়, এমন কেনো হচ্ছে না? যদি কেউ চিন্তা করে, মন থেকে গভীর ভাবে চিন্তা করে তবে রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতের বিশ্বাসী হয়ে যাবে কুরআনের সাব্যস্তকারী হয়ে যাবে কারণ কুরআনুল করীম বলে দিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি থাকবেন তবে তাদের সাথে সামগ্রিক ভাবে এমন কিছু হবে না যেমনিভাবে পূর্বে সামগ্রিক ভাবে হতো।

www.dawateislami.net

বাস্তবিকই কুরআনুল করীম বড়ই সম্মানিত কালাম। মানুষ এর উপর যতই চিন্তাভাবনা করবে, ডিইপে যাবে এর গভীরতা পাবে না এবং এর উপর চিন্তাভাবনা করার জন্য আমাদেরকে ওলামায়ে কেরামের আঁচল ধরে তাঁদের পিছনে পিছনে যেতে হবে। ওলামায়ে কেরাম এর যতই গভীরে যাবে তাঁরা সে পরিমাণ মনি মুক্তা, হীরা নিয়ে আসবে। ওলামায়ে কেরাম যা বলবেন আমরা সেটাই মানবো নিজের জ্ঞানের ঘোড়া দৌঁড়াবো না, যারা আলীমে দ্বীন হবেন, ইলম বুঝেন তারা আমার কথাকে সমর্থন করবেন যে, বাস্তবতা এটাই। আজকাল বিভিন্ন ধরনের প্রফেসর এবং লেকচারার বিভিন্ন চ্যানেলে আসে আর গোমরাহীর গর্ত খনন করে করে উম্মতকে ধোঁকা দিচ্ছে সুতরাং কারো কথা শোনবেন না, শুধুমাত্র ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কথা শোনবেন এবং আমার এই কথাকে আপন গিটে বেঁধে নিন। এছাড়া আমাদের ইমাম যিনি গত হয়েছেন প্রায় এক শতাব্দির চেয়েও অধিক সময় হয়ে গেছে, যাকে আমরা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলি, যারা প্রকৃত ওলামায়ে আহলে সুন্নাত তাঁরা তাঁকে মানেন, তাঁকে ফলো করেন, তাঁর ফতোওয়ার উপর চোখ বন্ধ রাখেন, তাঁর গবেষণার সামনে নিজের কলম ভেঙ্গে ফেলেন, তাঁর গবেষণাকে চূড়ান্ত মনে করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমিও তাঁর আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত , যারা আমাকে (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) ভালোবাসে তারাও সম্পৃক্ত। আর যারা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত তারা পথভ্রষ্ট হবেন না اِنْ شَآءَ الله আমরা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এই কারণেই অনুসরন করি তিনি আল্লাহ ও রাসুলের কথা সঠিকভাবে আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন, কুরআনে পাকের সঠিক তাফসীর তিনি আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। শরীয়তের সঠিক

www.dawateislami.net

মাসয়ালা পৌঁছিয়েছেন, সুতরাং আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দয়ার আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন তবে উভয় জগতে তরী পার হবে اِنْ شَآءَ الله।

আন্তা ফিহিম নে আদো কো ভি লিয়া দামান মে
আইশে জাভিদ মোবারক তুঝে শায়দাঈ দোস্ত

(হাদায়িকে বখশিশ, ৬৩ পৃঃ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: কুরআনে করীমে যা বলা হয়েছে, আর আল্লাহ পাকের এটা শান নয় যে, আযাব দিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে হাবিব! আপনি তাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছেন। **(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ৩৩)**

আল্লাহ পাকের এই ইরশাদে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে অমুসলিমদেরকেও দুনিয়াতে একসাথে আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের কারণে বাহ্যিক ও ক্ষনস্থায়ী ***(Temporary)*** নিরাপত্তা অর্থাৎ আশ্রয় স্থল পেয়ে গেলো, তবে কতইনা সৌভাগ্যবান ঐ সকল আশিকে রাসূলগণ যারা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান এনেছেন এবং আল্লাহ পাকের রহমতে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় সদা সর্বদার জন্য নিরাপত্তার মধ্যে এসে গিয়েছে, এই ধরনের সত্যিকার আশিককে চিরস্থায়ী জান্নাতের জীবন মোবারক হোক। কেননা যেই আশিকে রাসূল ঈমানের উপর দুনিয়া থেকে মৃত্যু বরণ করেছেন তবে তার ঠিকানা জান্নাত। আল্লাহর পানাহ! যদি তার কোন গোনাহের কারণে শাস্তিও হয়, পরিশেষে ঈমানের উপর মৃত্যুর কারণে জান্নাতেই থাকবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও আযাব না দিক, বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন।

www.dawateislami.net

তু বে হিসাব বখশ কেহ হে বে হিসাব জুরম
দেতা হো ওয়াস্তা তুঝে শাহে হেজাজ কা

(জওকে নাত, ১৮ পৃঃ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শায়খাইনে কারীমাঈনের সম্মান ও মর্যাদা

উল্লেখিত আয়াতে মোবারকা প্রসঙ্গে হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জানা গেলো যে, সিদ্দিকে আকবর, ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর কবরে আযাব হচ্ছে না কারণ হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের পাশে রয়েছেন আর তাঁরা প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহুর পাশে আরাম করছেন, যারা তাঁদের আযাবের কথা মনে করে তারা এই আয়াতের অস্বীকারকারী। **(নুরুল ইরফান, ২৮৭ পৃ:)**

নবীর সকল সাহাবী জান্নাতি জান্নাতি

হে আশিকানে মিলাদ! আমাদের আকীদা হলো প্রত্যেক সাহাবী ন্যায়পরায়ন, কেউই ফাসিক নয়। বাহারে শরীয়তে রয়েছে সকল সাহাবী জান্নাতি। **(বাহারে শরীয়ত, ১/২৫৪)**

হার সাহাবীয়ে নবী, জান্নাতি জান্নাতি, ফাতেমা আউর আলী জান্নাতি জান্নাতি
হযরতে সিদ্দিক ভি জান্নাতি জান্নাতি, হার জাওযায়ে নবী জান্নাতি জান্নাতি
আউর ওমর ফারুক ভি জান্নাতি জান্নাতি, ওয়ালেদায়নে নবী জান্নাতি জান্নাতি
উসমানে গনি জান্নাতি জান্নাতি, হযরতে মুয়াবিয়া জান্নাতি জান্নাতি
আউর আবু সুফিয়ান ভি জান্নাতি জান্নাতি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন

হে মিলাদের আশিকগন! আল্লাহ পাক পারা ৩ সূরা আলে ইমরানের ৮১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ
النَّبِیّٖنَ لَمَاۤ اٰتَیْتُكُمْ مِّنْ
كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ
قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ
عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِیْ ؕ قَالُوْۤا
اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ
اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৮১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ নবী গনের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাব গুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে। ইরশাদ করলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে? সবাই আরয করলো, আমরা স্বীকার করলাম, ইরশাদ করলেন, তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।

সকল নবীদের নবী

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আল্লাহ পাক হযরত আদম عَلَیۡہِ السَّلَام এবং এরপর যে কোন নবীকে নবুওয়াত দান করেছেন তাদের থেকে সায়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে অঙ্গিকার নেওয়া হয়েছে এবং ঐ আম্বিয়ায়ে কেরামগন عَلَیۡہِمُ السَّلَام আপন সম্প্রদায়দের কাছ থেকে ওয়াদা ***(Promise)***

www.dawateislami.net

নিলেন যে, যদি তাদের জীবদ্দশায় হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসেন তবে তারা হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনবেন এবং হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাহায্য করবেন।

(তাফসীরে খাযেন, ১/২৬৭, ২৬৮)

নবীয়ো মে হো তুম এইছে নবীয়ুল আম্বিয়া তুম হো
হাসিনো মে তুম এই ছে হো কেহ মাহবুবে খোদা তুম হো

(সামানে বখশিশ, ১৬৪ পৃ:)

সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবী

বাহারে শরীয়তের লেখক হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে বলেন: সর্বপ্রথম নবুওয়াতের মর্যাদা হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পেয়েছেন। ওয়াদার দিনে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام কাছ থেকে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনার এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাহায্য করার ওয়াদা নিয়েছেন। আর এই শর্তের উপর এই মহান পদ (অর্থাৎ শ্রেষ্ট ওয়াদা) তাঁদেরকে দেওয়া হয়। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (نَبِيُّ الانبيا) নবীদেরও নবী এবং সকল নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত।সকলে আপন আপন ওয়াদা (অর্থাৎ আপন মোবারক যুগে) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধি হওয়ার ভিত্তিতে কাজ করেছেন।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫)

তাজেদারে আম্বিয়া আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
রাজেদারে কিবরিয়া, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
আগেয়ে খাইরুল ওয়ারা, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
এ শাহানশাহে আম্বিয়া, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা

www.dawateislami.net

মাজহারে রাব্বুল উলা আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
মুস্তাফা ও মুজতবা, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
পেশওয়ায়ে আম্বিয়া, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
মুরসালি কে মুকতাদা, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সকল নবীদের থেকে ওয়াদা নেওয়া হয়েছে

তিনশত বছরও পূর্বের বুযুর্গ হযরত আল্লামা আব্দুল গণি বিন ইসমাইল নাবুলুসি দামেস্কি হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৪৩ হিঃ) লিখেন: আম্বিয়ায়ে কেরামগণদের عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে ওয়াদা নেওয়ার কারণ এটাই ছিলো যে, তারা যেনো যেনে যায় যে, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সবার আগে এবং তাদের সকলের নবী ও রাসুল।আর এই ওয়াদা নেওয়াটা খলিফা বানানোর অর্থে। এই কারণে لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ অর্থাৎ (তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে তে قَسم لامِ লামে কসম অর্থাৎ শপথের লাম প্রবিষ্ট আছে, যেখানে অত্যন্ত একটি সূক্ষ বিষয় হলো যেনো এই ওয়াদা ঐ বাইয়াতেরই ওয়াদার যেটা খলিফাদের থেকে নেওয়া হয়। হতে পারে এই ওয়াদার মাধ্যমে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام কাছ থেকে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খলিফা হওয়ার ওয়াদা নেওয়া হয়েছে।

হে বান্দাহ! আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেওয়া এই মহান সম্মান ও উচ্চতাকে চিনো। আর যখন এটা জেন নিয়েছো তখন তোমার এটাও জানা হয়ে গেলো যে, হযরত মুহাম্মদ

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবীদেরও নবী।আখিরাতে এর বহিঃপ্রকাশ সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পতাকা তলেই সমবেত হবে, যেমনি ভাবে এর বহিঃপ্রকাশ মেরাজের রাতে হয়েছিলো। যখন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে নামায পড়িয়েছেন। **(হাদিকাতুন নাদিয়া, ৯৪ পৃ:)**

হাশর মে যেরে লিওয়ায়ে হামদ এ আত্তার হাম
নাতে সুলতানে মদীনা গুনগুনাতে জায়েঙ্গে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪১৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে বড় মর্যাদাবান

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান মর্যাদা বর্ননা করতে গিয়ে সাড়ে সাতশত বছর পূর্বের বুজুর্গ হযরত ইমাম মুহাম্মদ শারফুদ্দিন বুসিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (এক বর্ণনা মতে ওফাত ৬৯৪হি:) তাঁর কসীদায়ে বুরদা শরীফের মধ্যে যা কিছু লিখেছেন সেগুলো পদ্যাকারে কেউ এইভাবে অনুবাদ করেছেন।

জু শরফ চাহো করো মানসুব উস কি জাত ছে
কুয়ি আজমত কিউ না হো হে মানজালাত ছে উস কি কম
খদ নেহি রাখতি ফযীলত কুছ রাসূলুল্লাহ কি
লব কুশায়ি কিয়া করে আহলে আরব আহলে আজম।

(সীরতে রাসূলে আরবী, ৫৫১ পৃ:)

আ'লা হযরতের শাহজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা হামেদ রযা খাঁনও رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতই না সুন্দর বলেছেন:

www.dawateislami.net

খোদা কেহতে নেহি বানতি জুদা কেহতে নেহি বানতি - খোদা পর ইস কো ছোড়া হে ওয়াহি জানে কেহ কিয়া তুম হো। **(বিয়াদে পাক, ১৫ পৃ:)**

দোনো আলম মে কোয়ি ভি তুম ছা নেহি
ছব হাসিনো ছে বড় কর কে তুম হো হাছি
কাসেম রিযকে রাব্বুল উলা হো তুমহে
তুমহে হারদম করোড়ো দরুদ ও সালাম

(ওয়াসাঈলে বখশিশ, পৃঃ ৬০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আগমনে শুরু থেকেই খুশি উদযাপন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আল্লাহ পাক সব সময় তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর পরে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামগনকে عَلَيْهِمُ السَّلَام তাঁর আগমনের কথা বলে আসছিলেন। আর শুরু থেকে সকল উম্মত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের খুশি উদযাপন করতেন এবং হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় আপন শত্রুদের উপর বিজয় লাভের দোয়া করতেন, এমনকি আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সর্বোত্তম উম্মত, সর্বোত্তম যুগ ও সর্বোত্তম সাহাবী এবং সর্বোত্তম শহরে প্রেরণ করেন। **(আল খাসায়েসুল কুবরা, ১/৮, ৯)**

লিয়া থা রোজে মিছাক আম্বিয়া সে হক তায়ালা নে
তোমহারি পায়রভি কা আহদ ও পায়মা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

(কাবালায়ে বখশিশ, ২২৬ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চৌদ্দশত নাম

হে আশিকানে মিলাদ! আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য মর্যাদা ও গুণাবলি দান করেছেন এবং তাঁর মোবারক নাম অসংখ্য। আমার আকা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্বাগত নাম দুটি। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে "আহমদ" আর কুরআনুল করীমে "মুহাম্মদ" صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিফাতী নাম অসংখ্য, আমরা গণনা করতে পারবো না। আল্লামা আহমদ খতীব কাসতলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচশত নাম জমা করেছেন। **(মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া, ১/৩৬৬)** সীরতে শামীতে তিনশতের অধিক, এমনিভাবে হয়ে গেলো আটশ, আর আমি (অর্থাৎ আ'লা হযরত) ছয়শত আরো যোগ করেছি, সর্বমোট চৌদ্দশত (১৪০০) হলো। আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম সমূহ প্রতিটি পর্যায়ে ভিন্ন এবং প্রতিটি জাতিতে আলাদা, সাগরে ও পাহাড়ে অনেক নাম রয়েছে। **(মালফুযাতে আ'লা হযরত, ৯২ পৃ:)** سُبْحٰنَ الله আ'লা হযরতের জ্ঞনের দক্ষতা দেখুন।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক নাম প্রতিটি ভাষায় পাওয়া যায়। সিন্ধিতে কিছু হলে তো পাঞ্জাবিতে কিছু, এই কারণে নামের সংখ্যা গণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক সব জানেন, এটাও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদার একটা অধ্যায়।

মাওলানা জামিলুর রহমান রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাবালায়ে বখশিশে বলেন:

www.dawateislami.net

কেসি জা হে ত্বহা ও ইয়াসীন কাহি পর লকব হে সিরাজাম মুনীর তোমহারা।

(কাবালায়ে বখশিশ, ৩০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবুয়তের সূর্য হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকে মিলাদ! মহান আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অনেক সুন্দর সুন্দর ভাবে স্মরণ করেছেন। যেমনিভাবে পারা ২২ সূরা আহযাব, ৪৫-৪৬ নং আয়াত ইরশাদ করেন।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿۴۵﴾ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿۴۶﴾

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৪৫-৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (নবী)! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'উপস্থিত' পর্যবেক্ষণকারী (হাযির নাযির) করে, সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী রূপে এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহবানকারী আর আলোকোজ্জলকারী সূর্য রূপে।

এই উভয় আয়াতে মোবারকার মধ্যে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি নাম নয় বরং নামের লিষ্ট রয়েছে। (১) নবী (২) শাহেদ (৩) মুবাশশির (৪) নাজির (৫) দায়ী ইলাল্লাহ (৬) সিরাজাম মুনিরা। এই আয়াত দুটি একই ভাবে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের সাথে সম্পৃক্ত।

৭৮৬ বছর পূর্বের বুযুর্গদের তাফসীর

প্রায় ৭৮৬ বছর পূর্বের বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (ওফাত ৬৬০ হিঃ) এর বরাতে "হাদিকাতুন

www.dawateislami.net

নাদিয়া " গ্রন্থে سِرَاجًا مُّنِيْرًا। অর্থাৎ আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্য "প্রসঙ্গে লিখেন, সিরাজ এর অর্থ হলো হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল (অর্থাৎ একেবারে উন্মোক্ত সুস্পষ্ট দলিল)।

(হাদিকাতুন নাদিয়া, ১/২৪০)

৭৮৬ খুবই প্রিয় একটি সংখ্যা, প্রকৃত পক্ষে ইলমুল আদাদ এর হিসাব মতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط এর ৭৮৬ সংখ্যা হয়ে থাকে। ইলমুল আদাদ হলো একটি ইলম। তিনি তাবিজাত ইত্যাদিতে ৭৮৬ লিখা দেখেছেন হয়তো তবে ৭৮৬ লিখলে বা পড়লে সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ লিখা ও পড়ার সাওয়াব পাবে না। প্রায় ৭৬০ বছর পূর্বের বুযুর্গ, যিনি খুবই প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক ছিলেন। আর সকল ওলামা তাঁকে চিনতেন এবং তাদের নিকট জানা থাকবে আর তিনি ছিলেন বুযুর্গ। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওমর নাছির উদ্দিন বায়যাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৬৮৫ হিঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরে বায়যাবী " তে উল্লেখ করেন, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন "সিরাজুম মুনির "অজ্ঞতার অন্ধকারে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে আলো গ্রহণ করা হতো এবং প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার আলোও হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের মাধ্যমেই সঞ্চিত হয়। **(তাফসীরে বায়যাবী, ৪/৩৭৯)**

চমক ছে আপনি জাহা জগমগানে আয়ে হে
মাহাক ছে আপনি ইয়ে কোছে বছানে আয়ে হে
সাহর কো নূর জু চমকা তো শাম থক চমকা
বাতা দিয়া কেহ জাহা জগমগানে আয়ে হে।

(সামানে বখশিশ, ১৩৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পুরো পৃথিবীকে আলোকিতকারী

আ'লা হযরতের পিতা আল্লামা মাওলানা মুফতি নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, যেমনিভাবে সূর্যের আলো পুরো পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত (অর্থাৎ পুরো দুনিয়াকে ঘিরে নিয়েছে) ঠিক তেমনিভাবে সমগ্র জগত হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর দ্বারা আলোকিত হয়েছে। আর যেমনিভাবে আল্লাহ পাক তারকাকে মুসাফিরদের জন্য পথ প্রদর্শকের মাধ্যম বানিয়েছেন এবং সূর্যকে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ট বানিয়েছেন, তেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام পথভ্রষ্টদের হেদায়তের মাধ্যম বানিয়েছেন। আর আমাদের হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই বিষয়ে এবং সকল মর্যাদা ও গুণাবলিতে তাঁদের (অথাৎ সমস্ত নবী রাসূলগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام) থেকে সর্বশ্রেষ্ট ও অনন্য বানিয়েছেন।

(সুরুরুল কুলুব বি যিকরিল মাহবুব, ১১০ পৃ:)

আঁখি ঠান্ডি হো জিগর তাজে হো জানি সাইরাব
সাচ্ছি সুরজ ওয়ো দিল আ'রা হে উজালা তেরা

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হে সত্যিকার সূর্য আমার আকা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার দীদার এমন অন্তর সমূহকে প্রভাব বিস্তারকারী ও আলোকিত যে, ঐ দীদারের আলোতে চোখ শীতল হয়, মন সতেজ হয় এবং পিপাসার্ত প্রাণের পিপাসা নিবারণ হয়। আমার আকা আ'লা হযরতের শাহজাদা হুযুর মুফতী আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁনও رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই বিষয়টি কতইনা সুন্দরভাবে বলেছেন।

www.dawateislami.net

নিগাহে মেহর জু উস মেহর কি ইধার হো জায়ে
গোনাহ কি দাগ মিঠি দিল মেরা কমর হো জায়ে
জু কলব তেরা পে তেরি কভি নজর হো জায়ে
তো এক নুর কা বুকয়া ওয়ো ছর বসর হো জায়ে

(সামানে বখশিশ, ১৮৭ পৃ:)

অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ে যায় তবে আমার গোনাহের দাগ মুছে যাবে এবং আমার অন্তর আলোকিত চাঁদ হয়ে যাবে। ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার অন্ধকার অন্তরের উপর আপনার দৃষ্টি পড়ে গেলে সেটা সম্পূর্ণ নূর হয়ে যাবে। سُبْحٰنَ الله এটা আশিকে রাসূলের স্পৃহা, অনুভূতি এবং পূর্নাঙ্গ চিন্তাভাবনা। আল্লাহ পাক তাঁর উপর কোটি কোটি রহমত বর্ষণ করুন তাঁর কাব্য থেকেও ঈমান অনেক সতেজ হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মর্যাদার সূর্য

হযরত ইমাম মুহাম্মদ শারাফুদ্দিন বুসিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর "কসীদায়ে বুরদা "দুনিয়াতে যে পরিমাণ মকবুল হয়েছে ততটা মকবুল অন্য কোন কসীদা হয়নি। দুনিয়াতে বিভিন্ন ভাষাভাষির লোক সেটা পাঠ করে থাকে, বিশেষ করে আরব বিশ্বে এই কসীদা ব্যাপক পড়া হয়। ইমাম বুসিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কসীদায়ে বুরদা শরীফে প্রিয় নবীর শান এইভাবে বর্ননা করেন।

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا
يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَم

www.dawateislami.net

অর্থাৎ: ঐ মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মর্যাদার আলোকিত সূর্য আর বাকী সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তাঁর উজ্জল তারকা। সবাই তাঁর নূর নিয়ে অন্ধকারে থাকা লোকদের উপর প্রজ্জ্বলিত করলেন।

(কসীদায়ে বুরদা, ১৫৪ পৃ:)

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করেন:

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرْ مِنْ وَّجْهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرْ

لَا يُمْكِنُ الثَّنَآءُ كَمَا كَانَ حَقُّهٗ بَعْدَ اَز خُدا بُزُرگ تُوئی قِصَّہ مُخْتَصَر

(কামালাতে আজিজি, হালাতে আজিজি, ৩৪ পৃ:)

অর্থাৎ হে সৌন্দর্য্যর অধিকারী, হে সকল মানবজাতির সর্দার! আপনার আলোকিত চেহারা মোবারক থেকে আলো নিয়ে চাঁদ আলোকিত হয়েছে। হে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আপনার শান এমনভাবে বর্ণনা করবো যেমনটি বর্ণনা করাটা আপনার হক। আমরা ব্যাস এতটুকুই জানি যে, আল্লাহ পাকের পর যদি কেউ শ্রেষ্ট থাকে তবে সেটা আপনিই এবং সকল মাখলুকের মধ্যে শুধুমাত্র আপনার সত্ত্বাই সব থেকে শ্রেষ্ট।

জিন্দেগীয়া খতম হোয়ে আউর কলম টোট গেয়ে
পর তেরা আউসাফ কা এক বাব ভি পুরা না হোয়া
উঠা দো পর্দা দিখা দো চেহেরা কেহ নুরে বারি হিজাব মে হে
জামানা তারিখ হো রাহা হে কেহ মেহরে কব ছে নিকাব মে হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৮০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সমস্ত মাখলুকের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাক পারা ৬ সূরা নিসার আয়াত নং ১৭০ এ ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ

(পারা: ৬, সূরা: নিসা, আয়াত: ১৭০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানবজাতি তোমাদের নিকট এ রাসুল সত্য সহকারে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে শুভাগমন করেছেন।

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আয়াতে মোবারকার এই অংশ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ অর্থাৎ হে মানবজাতি! এর তাফসীরে লিখেন। যেই উদ্দেশ্যের কথা বলা হয় তাকে ডাকা হয়। যেমন ডাক্তার রোগীদেরকে বলে, হে রোগীরা! এই ঔষধটি খুবই উপকারী। কোন আলিম কোন কিতাবের কথা ঘোষণা করলে তখন বলে, হে ছাত্ররা! জ্ঞান পিপাসু লোকেরা! এই কিতাবটি খুবই সুন্দর, যেহেতু আল্লাহ পাক এই আয়াতে কারিমায় হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদে পাকের ঘোষণা করছেন এবং তাঁর আগমন তো পুরো পৃথিবীর জন্য এবং সকল মানুষের জন্য উপকারী। সুতরাং নির্দিষ্ট কোন দলকে আহবান করেননি বরং يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ আহবান করে সকল মানুষদেরকে আহবান করেছেন। এই আহবান হুযুরের নবুয়তে আম্মা অর্থাৎ সকলের নবী হওয়ার দলীল। যদিও হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল মাখলুক জিন ও মানুষ এবং ফেরেস্তা প্রমুখ গণের নবী।স্বয়ং একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَآفَّةً অর্থাৎ আমাকে সকল মাখলুকের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। **(মুসলিম, ২৬৬ পৃ:, হাদীস: ৫২৩)** কিন্তু যেহেতু মানুষ আসল উদ্দেশ্য অন্যান্য মাখলুক অনুসারী, এই কারণে

www.dawateislami.net

মানুষদেরকে আহবান করেছেন। মনে রাখবেন! অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র ঐ যুগের মানুষরাই উদ্দেশ্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকেই আহবান করা হয়েছে, কারণ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনা সকল মানুষের উপর আবশ্যক। তাফসীরে জালালাইন শরীফের পাদটিকা সাভী শরীফে লিখা আছে যে, এই ঘোষণা সকলের জন্য ব্যাপক। আরো কিছু সামনে অগ্রসর হয়ে মুফতী সাহেব লিখেন: আমাদের দুনিয়াতে আসাকে خَلق বা ولادت বলা হয়, কিন্তু হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনকে আল্লাহ পাক بَعَثَ, جَاءَ, اَرْسَلَ (আগমন, প্রেরণ) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এখানে ইরশাদ করেছেন قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ অন্য জায়গায় বলেছেন اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا (**অনুবাদ:** তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে থেকে এক রাসুল পাঠিয়েছেন) এক জায়গায় বলেছেন اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا (আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত, পর্যবেক্ষণকারী (হাযির নাযির) করে কারণ আমরা দুনিয়াতে আসার পূর্বে কিছুই ছিলাম না, যা কিছু হয়েছি এখানে এসে হয়েছি কিন্তু হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল কিছু হয়ে এখানে তাশরীফ এনেছেন। আমরা এখানে কিছু হওয়ার জন্য এসেছি, তিনি অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল কিছু হয়ে অন্যান্যদেরকে বানানোর জন্য তাশরীফ এনেছেন। তাছাড়া আমরা এখানে নিজের কাজ করার জন্য এসেছি, এখানে আমল করে নিজের আখিরাত যেনো গোছায় কিন্তু হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের কাজের জন্য এসেছেন তাঁর মাখলুকের সংশোধনের জন্য। সবাই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসে কিন্তু হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সব সময়ের জন্য তাশরীফ এনেছেন। তিনি এমনভাবে এসেছেন যে, জাহেরী ওফাত লাভ করার পরও চলে যাননি, এই কারণে جَآءَكُمُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ হে

www.dawateislami.net

কিয়ামত দিবসের লোকেরা! তিনি তোমাদের সকলের নিকট এসেছেন আর এমনভাবে এসেছেন যে, এসে তোমাদের কাছ থেকে যাননি। মনে রাখবেন! হুযুর আনোওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্ম আরবে হয়েছে, অবস্থান করেছেন মক্কা মদীনায় তবে আগমন করেছেন পুরো পৃথিবীর জন্য। যেমনিভাবে সূর্য থাকে আকাশে কিন্তু কিরণ দেয় পুরো পৃথিবীতে, পুরো পৃথিবীর শৃংখলা তার সাথে সম্পৃক্ত। অনুরূপ ভাবে পৃথিবীর শৃংখলা, আরশ ও জমীনের শৃংখলা হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ত। এই মাহবুব মাখলুকের জন্য আল্লাহ পাকের তোহফা হয়ে এসেছে, এই কারণে مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে" ইরশাদ হয়েছে। কেউ বলেছেন:

খলক মে ছব ছে তু বড়া তুঝছে বড়ি খোদা কি জাত
কায়েম হে তেরি জাত ছে সারা নিজামে কায়েনাত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিলাদ শরীফ বর্ণনা করা আল্লাহ পাকের সুন্নাত

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: এই আয়াতে করীমা থেকে কিছু উপকার লাভ হয়েছে।

প্রথম উপকার: হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ বর্ণনা করা আল্লাহ পাকের সুন্নাত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, তোমাদের নিকট এসেছে (কোথাও বলেছেন) প্রেরণ করা হয়েছে, এগুলো সব মিলাদ বয়ানের ধরন।মিলাদ একটি প্রসিদ্ব শব্দ। জন্মের ভালো আলোচনা করা মিলাদ, মুজিযার আলোচনা করা মিলাদ, শানে মোস্তফা বর্ণনা করা, আমাদের এখানে এই সব গুলিকে মিলাদ বলে। দেখুন! আল্লাহ পাক এই

www.dawateislami.net

আয়াতে করীমাই তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদের আলোচনা বর্ণনা করেছেন। আরো অনেক আয়াতে মিলাদ শরীফের উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ বর্ণনা করেছেন। কুরআন মাজীদ বর্ণনা করেছেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরামগণও عَلَيْهِمُ السَّلَام নিজেদের সম্প্রদায়ের সামনে প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ শরীফ পড়তেন। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام নিজের সম্প্রদায়কে বললেন:

وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ

(পারা ২৮, সূরা: সাফফাত, আয়াত ৬)

অনুবাদ: আর ঐ (সম্মানিত) রাসুলের সুসংবাদ দাতা হয়ে, যিনি আমার পরে তাশরীফ আনবেন, তাঁর নাম "আহমদ।

এটাতো মিলাদেরই যিকির, যে বুঝবে না সেই অস্বীকার করবে। মোটকথা মিলাদে পাক আল্লাহ পাকের সুন্নাত এবং আম্বিয়ায়ে কেরামেরও সুন্নাত।

দ্বিতীয় উপকার: হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল মাখলুকের জন্য সদা সর্বদার জন্য রাসূল। কোন বিশেষ সম্প্রদায়, বিশেষ রাষ্ট্র, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়। **(তাফসীরে নঈমী, ৬/১১৫-১২০)**

একজন কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন:

তাজাল্লিয়ো কে কাফিল তুম হো - মুরাদে কলবে খালিলো তুম হো
খোদা কি রওশন দলিল তুম হো - ইয়ে ছব তোমহারি রোশনি হে
আমল কি মেরে আছাছ কিয়া হে - বাজুয নাদামত কে পাছ কিয়া হে
রহে সালামত তোমহারি নিসবত - মেরা তো এক আসরা ইয়াহি হে
আতা কিয়া মুঝ কো দরদে উলফত - কাহা থি ইয়ে পুর খতা কি কিসমত
মাই ইস করম কে কাহা থা কাবিল -হুযুর কি বান্দাহ পারওয়ারি হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

উভয় জগতের জন্য রহমত

হে আশিকে মিলাদ! আল্লাহ পাক পারা ১৭ সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

অনুবাদ: আর আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য।

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহর প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবী, রাসুল, এবং ফেরেস্তাগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام র জন্য দিন ও দুনিয়ায় রহমত। জিন, মানব, মুসলমান, অমুসলিম, প্রাণী, উদ্ভিত, জড়পদার্থ (যেমন ধাতু, পাথর, পাহাড়) সকলের জন্য রহমত, মোটকথা পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত দ্বারা ফয়েজ প্রাপ্ত। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবার জন্য রহমত। সোয়া আটশ বছর পূর্বের মহান মুফাসসির বুযুর্গ ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (ওফাত ৬০৬ হিঃ) বলেন: যেহেতু হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র জগতের জন্য রহমত, অতএব আবশ্যক হলো যে, তিনি (আল্লাহ ছাড়া যত মাখলুক আছে) সবচাইতে শ্রেষ্ট। **(তাফসীরে কাবীর, আল বাকারা, আয়াতঃ ২৫৩, ২/৫২১)**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়যাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরো বিশ্বজগতের জন্য রহমত হওয়ার অর্থ হলো এই যে, যা কিছু নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিয়ে এসেছেন সেগুলো পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য সৌভাগ্য এবং তাদের জীবন ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আবশ্যক। **(তাফসীরে বায়যাভী, পারা ১৭, আল আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭, ৪/১১১)** আমার আকা আ'লা হয়রত ইমামে আহলে

www.dawateislami.net

সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বারেগাহে রেসালতে কত সুন্দর ভালোবাসা পূর্ন উপহার পেশ করেছেন, শুধু রহমত নয় বরং জানে রহমত বলে আরয করেছেন।

মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম
শময়ে বজমে হেদায়ত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৯৫ পৃঃ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি কেবল রহমতই নন বরং রহমতেরও জান এবং রহমতের আসল ভিত্তি। আপনার উপর লাখো সালাম, আপনি আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলে ইযাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام গণের মাহফিলে উজ্জ্বল, নূর বর্ষণকারী প্রজ্জ্বলিত বাতি, আপনার উপর লাখো সালাম।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অমুসলিমদের জন্যও রহমত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا বলেন: হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রহমত হওয়াটা ব্যাপক। ঈমানদারদের জন্যও এবং তাদের জন্যও যারা ঈমান আনেনি। মুমিনের জন্য তো নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে রহমত। আর যারা ঈমান আনেনি তাদের জন্য হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে রহমত, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণে তাদের দুনিয়াবি আজাব বিলম্ব করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ লেইট করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের থেকে জমীনে ধ্বসে যাওয়ার আজাব, চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়ার আজাব ও মূলৎপাটন করে দেওয়ার আজাব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

(তাফসীরে খাযেন, আল আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭, ৩/২৯৭)

www.dawateislami.net

পূর্বে অমুসলিমদের সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে জমীনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হতো বা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হতো।এখন সেটা হবে না , এটাও তাদের উপর রহমত যে কোন ভাবে তারা যেনো ঈমান গ্রহণ করে নেয় এবং সত্যিকার ভাবে রহমতের আঁচলে চলে আসে।

নেয়ামত বন্টনকারী নবীয়ে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমার আকা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বড় বড় ওলামা, বড় বড় আউলিয়ায়ে কেরাম বলেন যে, আদি অনাদিকাল থেকে জমীন ও আসমানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বীন ও দুনিয়ায়, রূহ ও শরীরে, ছোট বা বড়, কম বা বেশি, যে নেয়ামত ও দৌলত কেউ পেয়েছে বা পাচ্ছে বা আগামীতে পাবে সব হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে বন্টন হয়েছে এবং বন্টন হয় আর সদা সর্বদা বন্টন হতে থাকবে। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, তাজাল্লিউল ইয়াকিন, ৩০/১৪১)**

আ'লা হযরত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন:

লা ওয়া রাব্বিল আরশে জিসকো জু মিলা উনসে মিলা
বাটতি হে কাউনাআন মে নিয়ামত রাসূলাল্লাহ কি

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৫২ পৃ:)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: لَا وَرَبِّ الْعَرْش অর্থাৎ আরশের রবের শপথ! পৃথিবীতে যার যেই নেয়ামত ও বরকত লাভ হয়েছে তা সব নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় হয়েছে। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি নেয়ামত নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতিক্রমেই পাওয়া যায়, তিনি হলেন কাসেমে নেয়ামত অর্থাৎ নেয়ামত বন্টনকারী, যেমনিভাবে তিনি নিজেই বলেন: اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي অর্থাৎ আমি বন্টনকারী আর আল্লাহ পাক আমাকে দান করেন। **(বুখারী, ১/৪৩, হাদীস: ৭১)**

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

রব হে মু'তী, ইয়ে হে কাসেম - রিযক উসকা হে, খিলাতে ইয়ে হে
ঠান্ডা ঠান্ডা মিঠা মিঠা- পিতে হাম হে, পিলাতে হে ইয়ে
নাজায়ি রুহ মে আসানি দে-কলেমা ইয়াদ দিলাতে ইয়ে হে
মরকদ মে বন্দো কো থফক কে-মিঠে নিন্দ চুলাতে ইয়ে হে
কেহ দো রযা ছে খোশ হো খোশ রহ-মুজদা রযা কা সুনাতে ইয়ে হে

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাব্যিকতা:

আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাব্যিকতা সচরাচর কবিদের মতো নয়, কারণ তিনি অনেক বড় মুফাসসিরে কুরআন, সুদক্ষ মুহাদ্দিস, অনেক বড় মুফতীয়ে ইসলাম এবং অনেক বড় আশিকে রাসূল আর আল্লাহ পাকের মকবুল অলী। তাঁর কবিত্ব কুরআন ও হাদীস অনুসারে। তাঁর কাব্যে কখনো কুরআনের আয়াতের বর্ণনা তো কখনো হাদীসে মোবারকার ব্যাখ্যা আবার কখনো আউলিয়ায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন, আরেফিন, সালেহীন, সূফীয়ায়ে কেরামের অভিমতের ঝলক। আল্লাহ পাকের রহমতে আশিকে রাসূলের যেই সুধা সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পুরো দুনিয়াই ব্যাপক করেছেন, আজো যদি কেউ এই ভালোবাসার সুধা আন্তরিকতা ও ভক্তিসহকারে পান করে তবে সেও আন্দোলিত হয়ে বলে উঠবে

রহমতে পরওয়ারদেগার আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
ইয়া শাহে আলী ওয়াকার, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
এ খোদা কে শাহেকার, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা
ছব পুকারো বার বার, আহলাও ওয়া সাহলান মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হে আল্লাহ! তোমার বড় শুকরিয়া যে, তুমি আমাকে মুসলমান বানিয়েছো

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্নিত, নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যাক্তিকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِالْاِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামের নেয়ামতের উপর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া, বলতে শোনেন, তখন ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় তুমি আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে।

(আয যুহদ লিইবনে মোবারক, ৩১৮ পৃ:, হাদীস: ৯১১)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করেন

উনকি উম্মত মে বানায়া উনহে রহমত ভেজা
ইউ না ফরমা কেহ তেরা রাহম মে দাওয়া কিয়া হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৭১ পৃ:)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে এটা বলিও না যে, আমার রহমতে কোন অংশ নেই, কারণ তোমার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তুমি আমাকে তোমার প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করেছো। আর তুমি তোমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উভয় জগতের রহমত করে প্রেরন করেছো, যখন আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত তবে অবশ্যই তোমার রহমত ও অনুগ্রহের অধিকারী হবো। শাহান শাহে সুখন, মাওলানা হাসান রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেমন গর্ব করে আরয করেন:

শাফিয়ে রোজে কিয়ামত কা হো আদনা উম্মতি
ফির হাসান কিয়া গম আগর মাই বারে ইছইয়া লে চলা।

(জওকে নাত, ৪৪ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হে আশিকানে মিলাদে মোস্তফা! আমরা এমন প্রিয় নবীর উম্মত যার ব্যাপারে কুআনুল করীমের পারা ১১, সূরা তাওবার ১২৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা: ১১, সূরা: তাওবা, আয়াত: ১২৮)

অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্যে থেকে ঐ রাসুল, যার নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যান অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ন দয়ার্দ্র, দয়ালু।

জিছ সুহানি ঘাড়ি চমকা তৈয়বা কা চাঁদ
উস দিল আফরোজ সায়াত পে লাখো সালাম
পেহলে সিজদা পে রোজে আযল ছে দুরূদ
ইয়াদগারে উম্মত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিনটি দোয়া

আমরা গোনাহগারদের শাফায়াতকারী, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক আমাকে তিনটি দোয়া দান করেছেন, আমি দুইবার (তো দুনিয়াই) আরয করে ফেলেছি। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِیْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِیْ অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ পাক!আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। আর তৃতীয় আরয ঐ দিনের জন্য তুলে রেখেছি যেই দিন আল্লাহ পাকের মাখলুক আমার প্রতি মুখাপেক্ষী হবে,

www.dawateislami.net

এমনকি আল্লাহ পাকের খলিল হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আমার মুখাপেক্ষি হবেন। **(মুসলিম, ৩১৮ পৃ: হাদীস: ১৯০৪)**

ওয়ো জাহান্নাম মাই গেয়া জু উনছে মুসতাগনী হোয়া
হে খলিলুল্লাহ কো হাজাত রাসুলুল্লাহ কি

পিতা মাতার চেয়েও অধিক দয়ালু

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে গোনাহগার উম্মত! তোমরা আপন প্রতিপালকের দয়া ও রহমত নিজের অবস্থার উপর দেখো না যে, আল্লাহর দরবার থেকে তিনটি দোয়া হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পেয়েছেন, যা ইচ্ছা চেয়ে নাও দান করা হবে। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেগুলোর মধ্যে থেকে কোন দোয়া নিজের জন্য রাখেন নি, সব তোমাদের কাজের জন্য ব্যায় করে দিয়েছেন, দুটি দোয়া দুনিয়াতে করেছেন তাও তোমাদের জন্য। তৃতীয়টি আখিরাতের জন্য তুলে রেখেছেন। সেটাও ঐ বড় জরুরী অবস্থার জন্য, যখন ঐ দয়ালু আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া কেউ কোন কাজে আসবে না, সংশোধনকারী হবে না وَاللهِ الْعَظِيْمِ। শপথ তাঁর যিনি তাঁকে আপনাদের উপর দয়াবান করেছেন। কখনোই কখনোই কোন মা তার প্রিয় একমাত্র সন্তানের প্রতি এতটা দয়াবান নয় যতটা তিনি তাঁর এক উম্মতের প্রতি দয়াবান। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৯/৫৮৩)**

মুমিন হো মুমিনো পে রউফুর রহিম
সায়েল হো সায়েলো কো খুশি লা নাহার কি হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ২১২ পৃ:)

www.dawateislami.net

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসুলাল্লাহ! হে আমার আকা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি মুমিন এবং আপনার রব কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেছেন, আপনি মুমিনদের উপর রউফুর রহিম অর্থাৎ সীমাহীন অনুগ্রহকারী ও দয়ালু, সুতরাং আমার উপরও দয়া করুন, আমি আপনার দরবারের ভিখারী, আর ভিক্ষুককে ধমক দেওয়া আপনার শান নয়।

ঘর আমেনা কে চলো চলকে আরয করতে হে
হামে হো ভিক ইনায়াত নবী কি আমদ হে
না মাঙ্গনে মে কাসর সায়েলো কোয়ী রাখনা
জু ছাহো মাঙ্গ লো নেয়মত নবী কি আমদ হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আইডল রুল মডেল

হে আশিকানে মিলাদে মুস্তাফা! দুনিয়াতে আমাদের উপর কেউ যদি সামান্য পরিমান দয়া করে তবে আমরা তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকি কিন্তু বিবি আমেনার সন্তান, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমাদের উপর যে পরিমান দয়া তা অগনিত সীমানহীন। আমাদের উচিত যে, তাঁর সুন্নাতের উপর নিজেকে ধারন করা, তাঁর মোবারক বাণীর উপর আমল করা, যে বিষয় ও যে কাজে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সেটা থেকে বিরত থাকুন, হায়! হায়! হায়! আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এক কালামে খুবই হৃদয়গ্রাহিভাবে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন উম্মতের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা একটু নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিই আর দেখি এমন

www.dawateislami.net

অনুগ্রহ ও দয়াশীল রহমত ওয়ালা আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এত দয়ার উপর আমরা বারেগাহে রেসালতে কি পেশ করছি।

মুস্তফা খাইরুল ওয়ারা হো - সারওয়ারে হার দোসরা হো
আপনে আচ্ছো কা তাসাদ্দুক - হাম বদো কো ভি নিভা হো
কিসকে ফির হো কর রাহে হাম - গার তুমহে হামকো না চাহো
বদ হাঁছি তুম উনকি খাতির - রাত ভর রোয়ো কারা হো
বাদ কারি হার দম বুরায়ি - তুম কহো উন কা ভালা হো
হাম ওয়াহি শায়ানে রদ হে -তুম ওয়াহি শানে ছখা হো
হাম ওয়াহি বে শরম ও বদ হে - তুম ওয়াহি কানে হায়া হো
হাম ওয়াহি কাবিল সাজা কে - তুম ওয়াহি রাহমে খোদা হো
ওমর ভর তু ইয়াদ রাখখা - ওয়াক্ত পর কিয়া ভোলনা হো
ওয়াক্তে ফায়দাইশ না ভুলে - কাইফা ইয়ানছা কিউ কাজা হো
ইয়ে ভি মাওলা আরয করদো - ভোল আগর জায়ো তো কিয়া হো
ওয়ো হো জু তুম পর গিরা হে - ওয়ো হো জু হারগিজ না চাহো
ওয়ো হো জিছ কা নাম লেতে - দুশমনো কা দিল বুরা হো
ওয়ো হো জিছ কে রদ কি খাতির- রাত দিন ওয়াকফ দোয়া হো
মার মিঠঠে বরবাদ বান্দে - খানা আবাদ আগ কা হো
শাদ হো ইবলিশ মালয়োন - গাম কিছে ইছ কাহার কা হো
তুম কো হো ওয়াল্লাহ তুম কো - জান ও দিল তুম পর ফিদা হো
তুম কো গম ছে হক বুজায়ে - গম আদো কো জান গাজা হো
কিউ রযা মুশকিল ছে ডরইয়ে - জব নবী মুশকিল কুশা হো

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩৪৯-৩৪০ পৃ:)

হায়! আমাদের চলাফেরা, উঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, পোশক, মোটকথা প্রতিটি কাজ সুন্নাত অনুসারে হয় আর আমরা সব সময় যেনো মোস্তফার স্মরনে বিভোর থাকি।

www.dawateislami.net

জু না ভুলা হাম গারিবো কো রযা
ইয়াদ উস কি আপনি আদত কিজিয়ে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৯৮ পৃ:)

সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী

হে আশিকানে মিলাদ! আল্লাহ পাক পারা ২২ সূরা সাবার ২৮ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّ نَذِیْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ

(পারা: ২২, সূরা: সাবা, আয়াত: ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর হে মাহবুব! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু এমন রিসালত সহকারে , যা সমস্ত মানবজাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী কিন্তু অনেকে জানে না।

সমগ্র বিশ্ব জগত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাযাইনুল ইরফানের ৭৯৮ পৃষ্টায় উল্লেখ করেন: এই আয়াতে মোবারকা থেকে জানা গেলো যে, হুযুর সায়্যিদি আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রেসালত আম তথা সবার জন্য। সকল মানুষ তাঁর গন্ডির মধ্যে রয়েছে, ফর্সা হোক বা কালো, আরবি হোক বা অনারব, আগে হোক বা পরে, সবার জন্য রাসূল আর সবাই তাঁর উম্মত। **(তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, ৭৭৬ পৃ:)**

সকলের আ'কা, সকলের রাসূল

বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীসে পাক রয়েছে: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস

www.dawateislami.net

দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি।তন্মধ্যে হতে একটি বৈশিষ্ট হলো এটাই যে, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে বিশেষ আপন সম্প্রদায়ের জন্য পাঠানো হতো আর আমাকে সকল জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে। **(বুখারী, ১/১৩৩, হাদীস ৩৩৫)**

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হযরত মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বি'ছাতে আম্মা অর্থাৎ (সকলের প্রতি প্রেরণ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মতো সম্প্রদায়, বসতী, দেশ বা যুগের সাথে নয়, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত ও রিসালত পুরো পৃথিবীর জন্য, যারা প্রকাশ্য হায়াতে দুনিয়াতে ছিলো তাদের জন্যও এবং পূর্ববর্তীদের জন্যও, এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা জন্মগ্রহন করবে তাদের সবার জন্য, চাই মানুষ হোক বা জ্বিন বা ফেরেস্তা বরং আল্লাহ পাক ছাড়া সকল মাখলুকাতের জন্য। **(নুজহাতুল কারী, ১/৮৪২)** অর্থাৎ আমার আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুওয়াত কোন বিশেষ বড় শহর, বিশেষ বস্তি বা রাষ্ট্রের জন্য নয় বরং গোটা পৃথিবী এমনকি মানুষ, জ্বিন, ফেরেস্তা, প্রাণী, পশু, পাখি, গাছপালা, তরুলতা সবার জন্য আমার আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাসূল।

সারে রাসূলো ছে তুম বরতর - তুম ছারে নবীয়োকে সারওয়ার
ছবছে বেহতর উম্মত ওয়ালে - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(সামানে বখশিশ, ১০২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সকল উম্মতের নবী

হে আশিকানে মিলাদ! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরো পৃথিবীর জন্য নবী হয়ে তাশরীফ আনার বর্ণনা কুরআনুল করীমের আরেক জায়গায় এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অতঃপর ৯ নং পারা সূরা আরাফের ১৫৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ১৫৮)

অনুবাদ: আপনি বলুন! হে মানবকুল! আমি তোমাদের সবার প্রতি ঐ আল্লাহরই রাসূল হই।

প্রায় সাড়ে সাতশত বছর পূর্বের বুযুর্গ হযরত ইমাম বায়যাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে মোবারকা এই কথারই দলীল যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল মানুষ ও জ্বিন অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষের নিকট রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। আর অন্যান্য সম্মানিত রাসূল গনকে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হয়েছে।

(তাফসীরে বায়যাভী, পারা ৯, আল আরাফ, আয়াত ১৫৮, ৩/৬৫)

মুসলীম শরীফের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَآفَّةً অর্থাৎ আল্লাহ পাক সকল মাখলুকের প্রতি রাসূল বানিয়ে আমাকে প্রেরণ করেন। **(মুসলিম, ২১০ পৃ:, হাদীস: ১১৬৭)** আমার আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল মাখলুকের প্রতি আল্লাহর রাসূল, এই মর্যাদা কাউকে দান করা হয়নি, এটা শুধুমাত্র নবী করীম এর বৈশিষ্ট।

জ্বিন ও মানুষের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সকল জ্বিন ও মানুষের প্রতি পাঠানো

www.dawateislami.net

হয়েছে, এই কারণে তাঁকে "রাসূলুস সাকলাইন"বলা হয়। জ্বিন জাতিদের তাঁর দরবারে হাজির হওয়া, তাদের ঈমান গ্রহন করা এরপর নিজের সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া কুরআনেই বিদ্যমান। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জ্বিন ও মানুষ অর্থাৎ জ্বিন জাতি ও মানবজাতির প্রতি পাঠানোটা তাঁরই বৈশিষ্ট। আর কতিপয় দক্ষ ওলামায়ে কেরামের মতে তাঁর প্রেরণ অর্থাৎ তাঁকে প্রেরণ করাটা পৃথিবীর সকল অংশ অর্থাৎ প্রতিটা অংশে প্রতিটা জিনিসের অস্তিত্বের জন্য জড়পদার্থ ও উদ্ভিত হোক, প্রাণী, তাঁর অস্তিত্ব সকল অনু পরমানু এবং পুরো পৃথিবীর পরিপূর্ণতা প্রশিক্ষনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

(তাকমিলুল ঈমান, ১২৭-১২৮ পৃ:)

তু হে খুরশিদ রিসালত পিয়ারে ছুপ গেয়ে তেরে জিয়া মে তারে
আম্বিয়া আউর হে ছব নে তুঝছে হি নূর লিয়া করতে হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১১২ পৃ:)

<u>কালামে রযার ব্যাখ্যা</u>: ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি রেসালতের ঐ সূর্য, যখন আপনার আলো আসলো তখন সকল তারা ডুবে গেলো, এখন পূর্বের আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শরীয়তের বিধিবিধানের উপর আমল করা যাবে না বরং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা ইরশাদ করবেন তাঁর কথা মানতে হবে। আর এখন তাঁর উপর ঈমান আনা আবশ্যক, যদি তাঁর উপর ঈমান আনা না হয় তবে মুসলমান হবে না, অনুরূপ ভাবে নবীগণও তাঁর থেকে নূর নিয়েছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রত্যেক বস্তু হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রেসালত সম্পর্কে জানেন

হাদীসে পাকে রয়েছে: কোন জিনিস এমন নেই যা আমাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে চিনেনা, ঈমান হীন জ্বিন ও মানুষ ছাড়া। **(মুজামু কাবীর, ২২/২৬২, হাদীস: ৬৭২)** যে জ্বিন ও মানুষ ঈমান আনেনি সে প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চিনেনা বাকী সকল মাখলুক চিনে। আল্লাহ করুন যে, এক সেকেন্ডের কোটি কোটি অংশও এমন যেনো না আসে আমরা নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জানতে ও মানতে বঞ্চিত হয়ে যায়।

اٰمين بِجاهِ خاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমার আকা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: এক এক রূহানিয়্যত তো প্রত্যেক উদ্ভিত ও প্রতিটি জড়পদার্থের সাথে সম্পৃক্ত, সেটাকে তার রূহ বলা হোক বা অন্য কিছু, সেটাই সজ্জিত ঈমান ও তাসবীহর সাথে। **(মালফুজাতে আ'লা হযরত, ৫৩২ পৃ:)** অর্থাৎ প্রতিটি গাছ, পাথর, পাহাড় তার নিজের ভাষায় তাসবীহ পড়ে, আপন আপন অবস্থা অনুসারে ঈমান রাখে।

পাহাড় হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কথা বলা

যখন ইসলামের শুরুর সময় ছিলো ওই সময় অমুসলিমরা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরম শত্রুতা ছিলো। হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথায় যাচ্ছিলেন রাস্তায় একটি পাহাড়ের উপর দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, পাহাড় থেকে আওয়াজ আসলো, হুযুর! আমার উপর দিয়ে যাবেন না, আমার উপরের কোন জায়গা নিরাপদ নয়,

www.dawateislami.net

আমার ভয় হয় যে, যদি কাফিররা হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমার উপর পেয়ে বসে এবং কষ্ট দেয় তখন আল্লাহ পাক আমার উপর কঠিন আযাব নাযিল করবেন যা কখনো নাযিল হয়নি। সামনে আরেকটি পাহাড় ছিলো সে ডাক দিলো, اِلَيَّ يَارَسُوْلَ الله ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার উপর তাশরীফ রাখুন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উপর তাশরীফ রাখলেন।

(শরহুয যুরকানি আলা মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া, ৬/৫১২, মালফুজাতে আ'লা হযরত, ৫৩৩ পৃ:)

উন পর দুরূদ জিন কো হাজর থক করে সালাম
উন পর সালাম জিন কো তাহিয়্যাত শাজার কি হে
জিন ও বশর সালাম কো হাজির হে আসসালাম
ইয়ে বারেগাহে মালিক জ্বিন ও বশর কি হে
ছব বাহর ও বর সালাম কো হাজির হে আসসালাম
তামলিক ইনহে কে নাম তো হার বাহর ও বার কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২০৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুধুমাত্র হুযুরই রাহমাতুল্লিল আলামিন

যুগের গাযালি, হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ আহমদ সাঈদ কাযেমী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রাহমাতুল্লিল আলামিন হওয়াটা হুযুরের বিশেষ গুণ, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতিত কেউই "রাহমাতুল্লিল আলামিন" হতে পারে না। যেহেতু প্রিয় নকী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রেসালত সমস্ত মাখলুকের জন্য ব্যাপক, সুতরাং রহমতও গোটা পৃথিবীর জন্য ব্যাপক এবং আল্লাহ পাক ছাড়া প্রতিটি অণু পরমাণুকে শামিল করেছে وَلِلّٰهِ الْحَمْد। **(মাকালাতে কাযেমী, ১/৯৯)**

www.dawateislami.net

হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত

হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি আমার রহমত থেকে কি লাভ করেছেন? তিনি আরয করলেন: সারকার! আপনার দয়া ও অনুগ্রহ আমার ভাগ্যকে সুপ্রশন্ন করে দিয়েছে, অন্যথায় আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস ও আমার পরিনতির ব্যাপারে যুগযুগ ধরে দুশ্চিন্তায় ছিলাম কিন্তু যেই আপনার গোলামীর সৌভাগ্য অর্জন হলো এবং এই আয়াতে করীমা:

ذِیْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِیْنٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِیْنٍ

(পারা ৩০, আত তাকভীর, আয়াতঃ ২০-২১)

অনুবাদ: যিনি শক্তিশালী, আরশাধিপতির দরবারে সম্মানিত। সেখানে তাঁর আদেশ পালন করা হয়, যিনি আমানতদার।

নাযিল হলো এবং আল্লাহ পাক আমার প্রশংসা করলেন, তখন আপনার সদকায় আমার পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ হলো।

(তাফসীরে বাহরুল উলুম লিস সমর কান্দি, পারা ১৭, আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ১০৭, ২/৩৮২)

আযল মে নেয়মাতি তাকসীম কি জব হক তায়ালা নে
লিখখি জিবরাইল কি তাকদীর মে খেদমতে মুহাম্মদ কি

(কাবালায়ে বখশিশ, ২৫৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিটি জায়গায় উম্মতকে স্মরণ রেখেছেন

প্রখ্যাত মুফাসসির, হযরত আল্লামা মাওলানা শায়খ ইসমাইল হক্কি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রহমত থেকে একটা হলো তিনি

www.dawateislami.net

উম্মতকে প্রতিটি জায়গায় স্মরণ রেখেছেন, মক্কায় ছিলেন তখনো উম্মতের স্মরণ ছিলো, মদীনা শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখনো উম্মতকে ভুলেননি, মসজিদে মুকররম পৌছলেন তখনো, হুজরায়ে পাকে তাশরীফ রাখলে তখনো, আরশের চূড়ায় অতিক্রম করে "কাবা কাউসাইন" এর মতো জায়গায়ও উম্মতকে স্মরণ করেছেন।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা ১৭, আয়াত : ১০৭, ৫/৫২৭)

জু না ভুলা হাম গারিবো কো রযা - ইয়াদ উস কি আপনি আদত কিজিয়ে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৯৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনুল করীম ও নূরে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাক ৬ষ্ট পারা, সূরা নিসার ১৭৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۷۴﴾

(পারা: ৬, সূরা: নিসা, আয়াত: ১৭৪)

অনুবাদ: হে মানবকুল! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জল আলো অবতীর্ণ করেছি।

হে আশিকে মিলাদ! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূর হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল করীমের আরেক জায়গায় কিছুটা এইভাবে রয়েছে। পারা ৬, সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

(পারা: ২, সূরা: মায়েদা, আয়াত: ১৫)

অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং সুস্পষ্ট কিতাব।

www.dawateislami.net

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর পূর্বের বুযুর্গ হযরত ইমাম আবুল হাসান আলী বিন আহমদ ওয়াহেদী নিশাপুরি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৪৬৮ হি:) বলেন: এই আয়াতে মোবারকায় নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। কারণ তিনি সমস্ত কিছুকে আলোকিত করে দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে প্রায় সাতশ বছর পূর্বের বুযুর্গ প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত ইমাম আলাউদ্দিন আলী বিন মুহাম্মদ খাযেন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (ওফাত: ৭৪১ হিঃ) এই আয়াত প্রসঙ্গে তাফসীরে খাযেন লিখেন: নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। আল্লাহ পাক তাঁর নাম 'নূর' এই কারণে রেখেছেন যে, তাঁর মাধ্যমে হেদায়ত লাভ করা যায়, যেমনিভাবে অন্ধকারে আলোর মাধ্যমে রাস্তা অন্বেষণ করা হয়। **(তাফসীরে খাযেন, পারা ৬, আল মায়েদা, আয়াত: ১৫ ১/৪৭৭)**

ছাট গেয়ে জুলমত কে বাদল দূর আন্ধিরা হো গেয়া
নূর ওয়ালা আগেয়া সাল্লে আলা খোশ আমদিদ
ভর দো সীনে মে সুরুর আউর আঁখ কর দো নূর
দিল মেরা দো জগমগা সাল্লে আলা খোশ আমদিদ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২১২-২১৩ পৃ:)

নূরই নয় বরং নূর সমূহেরও নূর

আল্লামা সৈয়্যদ মাহমুদ আলুসি বাগদাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিখ্যাত তাফসীর "রূহুল মায়ানী"এর মধ্যে এই আয়াত প্রসঙ্গে লিখেন: وَهُوَ نُوْرُ الْاَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এই নূর দ্বারা উদ্দেশ্য সকল নূর সমূহের নূর, নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক সত্তা।

(তাফসীরে রুহল মায়ানী, পারা ৬, আল মায়েদা, আয়াতঃ ১৫, ৫/৩৬৭)

www.dawateislami.net

নূরের আগমন! মারহাবা

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের উস্তাদেরও উস্তাদ ইমাম আব্দুর রাযযাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম কোন জিনিস সৃষ্টি করেছেন? ইরশাদ করলেন: হে জাবের! সেটা হলো তোমার নবীর নূর, যেটা আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন।

(আল জুয্উল মাফকুদ মিনাল মুসান্নাফি আব্দুর রাযযাক, পৃঃ ৬৩-৬৪, হাদীস: ১৮)

হে আশিকানে রাসুল! আয়াতে মোবারকা এবং হাদীসে পাক দ্বারা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূর এবং পরিপূর্ণ নূর হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন কেনো আমরা আন্দোলিত হয়ে মিলেমিশে পড়বো না?

নূর ওয়ালা আয়াহে হাঁ, নূর লে কর আয়া হে
চার জানিব রোশনি হে ছব ছামা হে নূর নূর
হক নে পায়দা আজ আপনে পিয়ারে কো ফরমায়া
আউ আউ নূর কি খায়রাত লেনে কো চালে
নুর ওয়ালা আমেনা বিবি কে ঘর মে আয়া হে
আগেয়ে পিছে দাঁয়ে বাঁয়ে নূর হে চারো তরফ
আগেয়া হে নূর ওয়ালা, নূর ওয়ালা আয়া হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৬০পৃ:)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

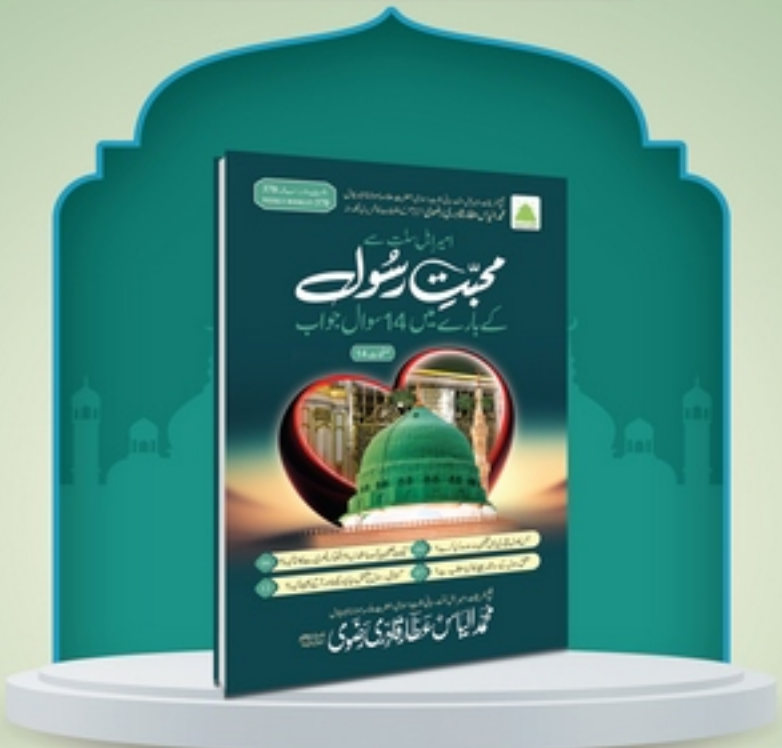

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net